

REG. NO. 10

সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

বধুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জয়পুর সংবাদের নিয়মাবলী

জয়পুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২ টাকা প্রতি
২০ ছই পয়সা। যে সংখ্যায় নিত্যমূল্যে
নগদ মূল্য ১০ এক আনা। বাৎসরিক
বার্ষিক মূল্যে প্রদান করিবেন
সংবাদ পাইবে
যে সংখ্যায়
প্রতি
বার

বিজ্ঞাপনাদাতাদের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।
জয়পুর সংবাদের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জ্ঞান প্রতি
দিন মাত্রের জ্ঞান প্রতি হইতে হইবে। আনা হিসাবে
আইন প্রতিবার ১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক
আইন প্রতিবার ১০ এক আনা হিসাবে
বড় বড় বিজ্ঞাপনের বর কার্যাবলীর আশ্রয়। পত্র লিপিয়া বন্দাবস্ত করিতে
হইবে। বর বিজ্ঞাপন প্রত্যেক দিনের বর হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য আশ্রয়
সে। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন প্রত্যেক দিনের বর হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য আশ্রয়
করা হইয়া থাকে।

৬ষ্ঠ বর্ষ } বধুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২১শ্র আশ্বিন বুধবার ১৩২৬ ইংরাজী 6th August 1919.

কেশরঞ্জন তৈল



কেশরঞ্জন নূতন নহে।—এ নববর্গে, যখন
দেশে কোন স্বদেশী স্বর্গন্ধ কেশতৈলের প্রচলন ছিল
না—কেশরঞ্জন তখন আবিষ্কৃত হইয়া, অল্প পর্যন্ত
অব্যাহতভাবে, সমগ্র ভারতবাসীর মনোরঞ্জন করিয়া
নিত্য নিত্য নব নব বিজ্ঞান রসে
কত কেশতৈল বাহির হইতেছে।
"কেশরঞ্জন" আদর প্রতিপত্তি ও স্বধা
কেশরঞ্জন স্বর্গন্ধে বিশ্ববিজয়ী।—কিংশি
"কেশরঞ্জন" উপাদানে যে সব ধৈব
সেই সবই আছে;
ও নূতন নূতন
তে দিন দিন
পাইতেছে।
গৃহে—এখন
নিজের
"কেশরঞ্জন"
ভারতে
ইচার বর্ণে
কেশরঞ্জন প্রতিদ্বন্দী নাই।
অনেক অনুকরণ
পারেন নাই।—
বড় বড় দিক্‌পা
সামান্য কুটারবাসী
"কেশরঞ্জন" স্বর্গন্ধে
ইহা মস্তিষ্ক-রোগেরোগ-প্রতিকারে অস্বাভিক সম্প্রদা

হিলিংবাম

ন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্বল্যের মহৌষধ।
পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাফয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!
জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিন্-
বাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই
ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আশ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়।
রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শা
করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন
ঔষধের "ভেল" হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবাম ও এ বিষয়ে ছাড় পাব
আমাদের "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিরাছেন। এই
সা বর্ধান হইবেন।
বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি
য দরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না
রা, রক্ত পূজ যুক্ত খড়্গোলার মত বা ষোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়
আখাধকা, মাথাবোমা, জরভাব, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হও
কন, করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনার
বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুকর, যন্ত্রদেব, আংশিক পুরুষকরণ ইত্যাদি।
শত সহস্র প্রশংসা এ পাইয়াছে তাহা শুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী
ই ঔষধের অত্যুচ্চ উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়া
জিহ্বা দিয়ে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

এক শিশি ১, এক টাকা, মাওলাদি ১/০ সাত আনা, তিন শিশি ২।০ ছই টাকা চারি আনা,
মাওলাদি ৬/০ পোনের আনা। তজন ৯, নয় টাকা, মাওলাদি সত্তর।

দুইটা চিত্রের তুলনায় সমালোচনা।
আস্বহীনতার চিত্র।
মলিন মুখ, বিলাপ দেহ, এক একখানি করিয়া যেন পঞ্চম দেখা দিতেছে। অহায়ে
কুচি নাই, ক্ষুধা নাই, কাজে মন লাগে না, সর্বদা মনের ভিতর দুশ্চিন্তা, রাগে নিজ
হয় না। শারীরিক ও মায়িক দৌর্বল্য এত বেশী যে আধপোয়া পথ চলিলে খুব
ক্লান্ত হইতে হয়। কিন্তু যদি আমাদের "অক্ষগন্ধারিষ্ট" কিছুদিন সেবন করেন—
তাহা হইলে নবজীবন লাভ করিবেন।
স্বাস্থ্যপূর্ণতার চিত্র।
জখন দেখিবেন—আপনার মিলিগ গণ্ডে লোহিতাভ সঞ্চার হইয়াছে। আহায়ে কুচি
হইয়াছে: শারীরিক ও মানসিক শ্রম করিতে কার আপনি স্পারক নন। সমুখে
ইউনিভারসিটি পরীক্ষা। নব উৎসাহে, নবজীবনে আপনি হিনরাত খাটতেছেন—
একটুও ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই। এ জন্য জারি রাখুন—সর্ববিধ মায়িক ও
দৈহিক দুর্বলতার জন্য আমাদের অক্ষগন্ধারিষ্ট দেশপ্রসিদ্ধ মহৌষধ।
এক শিশির মূল্য ১, এক টাকা; মাওলাদি ১/০ এগার আনা।

গবর্ণমেণ্ট-মেডিক্যাল-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের
আস্বর্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১৩ ও ১৯১৪ সালের সিংপুর রোড, কলিকাতা

বল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।
(১) পি, গুপ্ত, (আই, এম, এম, ১ এম, এ, এম, ডি—এফ, আর, সি, এক
—পি, এল, সি; (২) মেজর বি. কে, বহু—(আই, এম, এম,) এম, ডি,
সি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এম,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি,
এম; (৪) মেজর এন, সিংহ, (আই, এম, এম,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি,
এম, চক্রবর্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এম, গুপ্ত
আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৭) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি,
এম; (৮) ডাঃ এ, কারমা, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এম; (৯) ডাঃ জি, বি,
আর, সি, পি, এল, এক, পি; (১০) ডাঃ আর, বি, কন, এল, আর, সি, পি,
এণ্ড এম ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।
মূল্য—সাত শিশি ১৫০; ছোট শিশি ১৫০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং জাক
খরচাদি
আস্বর্বেদীয় ঔষধালয়
কলিকাতা
কলিকাতা

সংবাদ ।

১৩২৬ সাল ।

ফটিক জল করিয়া । এত
আবাদের উপযুক্ত বৃষ্টি হইল ।
হইলে ইহাকে স্বরষ্টি বলিতে
সরতিম । কিন্তু খনার বচন অনুসারে এই
শানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে না ।

বলেন :—
রোয় ফলকে,
শ্রাবণে রোয় দলকে,
ভাদ্রে রোয় তুঁ বকে
আশ্বিনে রোয় কিসকে ।
এখন অনাবাদী জমিগুলি রোপন করিতে
প্রায় ভাদ্র মাস আসিয়া পড়বে । তবুও
যাই আমার চেয়ে কাণা মামা ভাল' এই
আশ্বাস ।

দাদনের গাদন ।

ভূমি শস্যের জননী, আর কৃষককুল শস্যের
জনক । আর গো-কুল এই শস্যোৎপাদন
কার্যের প্রধান সহায় । আর ভূস্বামী মহাশয়
হুকুম, জুলুম, প্রভুত্ব, প্রলোভন দ্বারা উৎপন্ন
শস্যের অধিকাংশ ভোগ করিতে আইন ও
ইকুইটি মতে হকদার । এই শস্যোৎপাদক
কৃষককুলের আজ দুর্গতির পরিসীমা নাই ।
নিজে যাহারা স্বহস্তে কৃষিকার্য করে আজ
বাস্তালা দেশে তাহাদের কজনের জোতজমা
আছে ? অধিকাংশ কৃষকই খোষবাস ভদ্র
লোকের জমিতে প্রাণপাত করিয়া খাটিয়া
অর্ধেক ফসল এমনকি উর্বর জমি হইলে ১০
আনা মাত্র পাইয়া থাকে । ধান্য রোপন
করিবার পক্ষে খাদ্যের অভাব হইলে সহস্র (২)
মুনিব মহাশয় স্বীয় গোলা খুলিয়া কৃষাগকে
ধান্য দিয়া থাকেন । ধান্য জন্মিলে কৃষককে
প্রভুদত্ত ধানের দেড়গুণ দিয়া বাকী কিঞ্চিৎ
থাকিলে তাহাই লইয়া কিসা তাহার অংশে
দেড়গুণ ধান না হইলে আর কত তাহার ঋণ
থাকিল তাহাই শুনিয়া "এজো হজুর ! ভগবান
দ্যায় ত আসছে বছর শোধ দিব" অঙ্গীকার
করিয়া রিক্ত হস্তে গৃহে আসিতে হয় । সপ্তসর
পরের ছয়রে দিন মজুর খাটিয়া অর্ধাশনে
কঙ্কালসার দেহে আবার আবাদের সময় গৃহ-
স্থের নিকট ধান্য দেড়া দিবার অঙ্গীকারে কর্জ
লইয়া ধাতু জন্মিলে হাল সনের ধানের
দেড়গুণ এবং গত সনের ধানের দেড়গুণ
দেড়গুণ মিটাইয়া দিয়া আসিতে হয় ।
তিন বৎসরের মধ্যে এইরূপ

৩২২ খাং ডিঃ পঙ্কজকুমার দাস নাঃ পক্ষে অলি মাতা
কুম্ভমনি দাসী দেঃ ইন্দ্রক সেখ দিঃ দাবি ১১১৬ পং গনকর
মৌজে মাণ্ডমাবাদ ১ কাত ২, আঃ ২,
৪৭৮ খাং ডিঃ বৃন্দ বিবি দেঃ ইসমাইল সেখ দাবি ১১২০
পং গরেশ মৌজে পুঠিয়া ৫/৩ কাত ৩/১৪ আঃ ৫,
২৮৬ রেং ডিঃ রাধারমন দাস দেঃ অর্জুন মণ্ডল দিঃ
দাবি ২৭২৬/৩ পং বহুভাগি মৌজে বাহাগলপুর ৬১১ আঃ ১০০
৩০৯ মনি ডিঃ আবদুল মজিদ দেঃ মহম্মদ হানিফ দাবি
২০৮০/৩ পং গনকর মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ১/১ জমি তহপারিস্থত
পোক্তা বাটী জমা ৪, জগন্নাথ দেব ঠাকুরের বাটীর নিকট
আঃ ৫০,
চৌকী জঙ্গিপুুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত ।
নিলামের দিন ২০শে আগষ্ট ১৯১৯ ।
নিম্নলিখিত নম্বরগুলির ডিক্রীদার কুমার
কালিদাস পাণ্ডে ।
৪২০ খাং বেং সাইমন বিবি দাবি ২৯/৩ পং রুকুনপুর
মৌজে ঘোড়াইপাড়া ১৩/২৬ কাত ৭/১০/১৮৬ আঃ ৩০,
৪৯১ খাং বেং বাইটন মণ্ডল দিঃ দাবি ৭৬৬/৩ পং ঐ
মৌজে খাজুরিঘাটাল ১/ কাত ১, আঃ ৪,
৪৯৭ খাং বেং মহীমম বিবি দাবি ৮৬ পং ঐ মৌজে
ঘোড়াইপাড়া ৯০ পেড় কুলপাছ জমা ৬/১২ আঃ ২,
৪৯৮ খাং বেং মেহেরণ বিবি দাবি ৬৭৬/৩ পং ঐ মৌজে
ধর্ষডালা ৬২ কাত ১/১০ আঃ ৪,
৪৯৯ খাং বেং ডোয়ন মাহারা নাঃ পক্ষে অলি মাজ
ও শয়ং লক্ষী মণ্ডলানী দাবি ১০৬/৩ পং ও মৌজে ঐ ৭৪৬
কাত ১৬/১৫ আঃ ৫,
৫০১ খাং বেং ঐ দাবি ৯, ৬ পরগনাদি ঐ ১/৪ কাত
আঃ ২,
৫০২ খাং বেং ঐ দাবি ১০৬/৩ পং ঐ মৌঃ
দোঃ ১/৩ কাত ২/১০ আঃ ১০,
৫০৩ খাং বেং ঐ দাবি ১৭০৬ পং ঐ মৌজে
১/৩ কাত ১/১০ আঃ ১০০,
৫০৪ খাং বেং ঐ দাবি ২৬/৩ পং ঐ মৌজে
১/৩ কাত ১/১০ আঃ ১০০,
৫০৫ খাং বেং ঐ দাবি ১৪৬ পং রুকুনপুর মৌজে ঐ
১/৩ কাত ১/১০ আঃ ১০০,
৫০৬ খাং বেং ঐ দাবি ২৮১৬/১০ পং
মতিলাল গুরকার দাবি ২৮১৬/১০ পং
সিতেশনগর ৩৫৪৬ কাত ৪৪১/৩ আঃ ১৫০,
৫০৭ খাং বেং হাজিহেমাভুল্যা মণ্ডল দিঃ দাবি ৪৫৬/১০
মৌজে ঐ ৩৬৩ কাত ৫৬৫ আঃ ১৫,
৫০৮ খাং বেং ঐ দাবি ৬৭৬২/১৫ পরগনাদি ঐ ৪১১ কাত
আঃ ২৮,
৫০৯ খাং বেং ঐ দাবি ৩৯১/১৫ পং ঐ মৌজে সিতেশ
নগর ১/১ কাত ৩/১৫ আঃ ১৮,
নিম্নলিখিত নম্বরগুলির ডিক্রীদার রাজা
স্বয়ংক্রিয়নারায়ণ রায় বাহাদুর ।
৪৮৮ মর্গেজ দেং জিনাত বিবি দিঃ দাবি ২২৭/৬ পং
ইসলামপুর মৌজে ১২৬০ জমি
৪৯০ খাং বেং দিয়ানত মণ্ডল দাবি ৪৯৬/১০ পং ঐ
মৌজে হুগলপুর ৬২ কাত ৬/৩
৪৯৬ খাং বেং উমেশচন্দ্র গোষাণী দাবি ৮২/১ পং ঐ
মৌজে শ্রীমন্তপুর ১৩৬ কাত ১৩/১০
৪৯২ খাং বেং হারু হুগল দাবি ২৪৬/৫ পং ঐ মৌজে
লালপুর ৮১২/১ কাত ৮/১৬ আঃ
৫১২ খাং বেং রাজক মণ্ডল দাবি ৪৯৯ পং রাণীনগর
৯/১১০ কাত ৮/৪
৫১৪ খাং বেং আকিমুদ্দিন সেখ দাবি ৩৬০/৩ পং ঐ
মৌজে ঐ ১২৬ কাত ১১১/৭
৫১৮ খাং বেং হানিফ সেখ দাবি ২৪৬/৩ পং ইসলামপুর
মৌজে আলাতুলী ৫/৪ কাত ৫/১২
৫৩৩ খাং বেং ঐ দাবি ৩২০ পং ঐ মৌজে রামচন্দ্রপুর
৩/১ কাত ৭/১৮
৪৮৪ মর্গেজ দেং জলকার মিস্ত্রী দাবি ২৩৩০/৫ পং আলি
নগর ইসলামপুর মৌজে সেখানীপুর ৯২২ কাত ১২/১০
৫৭১ খাং ডিঃ দক্ষিণাচরণ চৌধুরী দিঃ দেং হারিলাল
দাস দিঃ দাবি ২০৫ পং মঙ্গলপুর মৌজে জালাদিপুর ৩৮১/৩
কাত ৩৪১/১৪ আঃ ২০০,
৩৯৭ খাং ডিঃ নগেন্দ্রনারায়ণ নাথ দিঃ দেং এনাতুল্যা
মণ্ডল দাবি ৬০১/৩ পং আলিনগর মৌজে সেখানীপুর ৫১১/৩
কাত ১১/১০ আঃ ১৫,

ইনফুল

ইনফুলের বারণ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণ-
মেন্ট নিম্নলিখিত বস্তুটি সাধারণে প্রচার
করিয়াছেন । কৃষকের হিতার্থে নিম্নে
আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম । যথা চা
খাইবার সময় এক চামচ লবণ দশ ছটাক
গরম জল মিশাইয়া একটা বাটিতে
জলের উপর রাখিয়া তাহা নাক দি
লইয়া রাখুন যেন নাক দি
শেষ পর্যন্ত সেই জল নাক
দেখিয়া রাখুন ২১৩
এরূপে করিয়া টা
২য়তঃ জল দিয়া
হইবে ।
বার ক
প দিবসে তিন
মুয়েঞ্জা মহামারীর
জন্ম শুশ্রূষাকারিণী
করিয়াছিলেন ।
তিনজনের মাত্র সামান্য
ইনফুল হইয়াছিল । উল্লিখিত প্রণা-
লিটী হজ হুতরাং তাহা দ্বারা আক্রমণ
হইতে তাহা হিত পাইবার চেষ্টা সকলেই
করিতে পারবেন । এতদ্ব্যতীত কলিকাতা
সহরে গবর্ণমেন্ট হইতে টিকা দিবারও ব্যবস্থা
হইতেছে ।
প্রতিকার ।

সনের ইত্যাহার ।

নিলামের প্রথম মুন্সেফী আদালত ।
নিলামের দিন ২০শে আগষ্ট ১৯১৯ ।
১০১ খাং বেং মাতর্কর বিশ্বাস দাবি
১০১ খাং বেং কাহারা ৭৬৩৬ কাত ৯/১৫

